তিস্তার চরে শিক্ষার আলো ছড়াবে ওরা

লালমনিরহাট প্রতিনিধি
২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩
১২:০০ এএম | আপডেট: ২৭
ফেব্রুয়ারি ২০২৩ ১১:২৪
পিএম

advertisement

ওরা নিজেরাও শিক্ষার্থী। নিজেদের পড়ালেখার পাশাপাশি তিস্তার চরে শিক্ষার আলো ছড়াতে চায়। চর এলাকায় গিয়ে নিরক্ষর মানুষদের তালিকা তৈরি করে স্বাক্ষরতা শেখাবে তারা। শুধু স্বাক্ষরতাই নয়, প্রাথমিক শিক্ষা তথা অক্ষরজ্ঞান দান, ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের শিক্ষামুখী করাসহ নানা পরিকল্পনা রয়েছে ওদের। ব্যতিক্রমী এ উদ্যোগ নিয়েছে লালমনিরহাটের আদিতমারীর মহিষখোচা বহুমুখী উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষার্থীরা। এ কাজে তাদের উৎসাহ দিচ্ছেন শিক্ষকরা।

মহিষখোচা ইউনিয়নের প্রবীণদের স্বাক্ষরতা ও প্রাথমিক শিক্ষা দিতে বাড়ি বাড়ি যাচ্ছে তারা। তিস্তার বালুচর পাড়ি দিয়ে, রোদ মাথায় নিয়ে দলবেঁধে ধুলোবালিমাখা এলাকায় গিয়ে কথা বলে খোশগল্পের মাধ্যমে স্বাক্ষর শেখানো হচ্ছে। তালিকা করে পরবর্তী সময়ে আবারও যোগাযোগ করে শতভাগ স্বাক্ষরতা পূরণের পরিকল্পনা আছে তাদের।

advertisement

মহিষখোচা বহুমুখী উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ সূত্রে জানা গেছে, এরই মধ্যে দুই শতাধিক লোকের তালিকা করা হয়েছে। এভাবে পর্যায়ক্রমে সব এলাকার তালিকা করে গ্রুপভিত্তিক নিকটতম শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব দিয়ে প্রাথমিক জ্ঞান ও স্বাক্ষরতা শেখানো হবে। দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী নিশাত তাসনীম দিপা বলেন, শিক্ষকদের সহযোগিতায় আমরা তিস্তা চর এলাকার নিরক্ষর মানুষদের খুঁজে বের করে নাম লেখা শেখাচ্ছি। এ কাজগুলো করতে পেরে আমরাও আনন্দিত।

advertisement 4

তত্ত্বাবধায়নকারী শিক্ষক আনিছুর রহমান বলেন, শিক্ষার্থীরা বিষয়টি নিয়ে খুবই অনুপ্রাণিত। এ কাজে আমরা শিক্ষার্থীদের উৎসাহ দিচ্ছি। আমরা চাই, এ এলাকার মানুষকে যাতে আর টিপসই দিতে না হয়।

মহিষখোচা বহুমুখী উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজের অধ্যক্ষ সারোয়ার আলম বলেন, শিক্ষার্থীরা সপ্তাহে একদিন করে প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে অক্ষরজ্ঞানহীন মানুষদের নাম লিখতে সহযোগিতা করবে। তাদের এ কাজটি খুবই প্রশংসনীয়। আমরা চাই এলাকা নিরক্ষরমুক্ত হোক। এজন্য সবার সহযোগিতা চাই।

লালমনিরহাট জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. আবদুল বারী বলেন, বিদ্যালয়টির শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা ভালো উদ্যোগ নিয়েছেন। এভাবে সব এলাকায় সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে পারলে দেশে নিরক্ষর মানুষ থাকবে না।

জানা যায়, ১৯৯৬ সালে লালমনিরহাটকে নিরক্ষর মুক্ত জেলা ঘোষণা করা হয়। তারপরও দারিদ্র্য এবং তিস্তা, ধরলা ও সানিয়াজান নদীর ভাঙনে দিশেহারা অনেকেই এখনো রয়েছেন অক্ষরজ্ঞানহীন। প্রতি বছর ঝরে পড়ছে শত শত শিক্ষার্থী। বর্তমানে জেলার শিক্ষার হার ৭১ শতাংশ।

আদিতমারীর মহিষখোচা ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৬টি এরই মধ্যে নদীতে বিলীন হয়ে গেছে। এসব এলাকার বাসিন্দারা নদীতীরে কিংবা অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছেন। যাদের বেশিরভাগই দরিদ্র শ্রেণির কিংবা খেটে খাওয়া দিনমজুর। তাদের বেশির ভাগেরই স্বাক্ষরজ্ঞান নেই। দলিলপত্রসহ জরুরি কাজে টিপসই একমাত্র ভরসা।